দৈনিক ইনকিলাব

108

তারিখ ... JUN 24 1999
পৃঃ ৪২ কলাম ৫

বই মুদ্রণের ক্ষেত্রে বাফার স্টক সৃষ্টির আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়ে এনসিটিবি লোকসান গুনছে

—পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রেতা সমিতি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রেতা সমিতির নেতৃবৃন্দ বলেছেন, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃপক্ষ মাধ্যমিক স্তরের বই মুদ্রণের ক্ষেত্রে বাফার স্টক সৃষ্টির আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়ে বই বাজারে অরাজকতা সৃষ্টি করে কোটি কোটি টাকা লোকসান গুনছে।

গতকাল সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির মহাসচিব জনাব আবু তাহের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সমিতির সভাপতি কাজী মোশাররফ হোসেন। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আ ফ ম শাহ আলম ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয় বার বার প্রতিবাদ সত্ত্বেও গত ৪ বছরেও শেষ হয়নি এনসিটিবির কতিপয় ক্ষমতাধর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অবৈধ কর্ম। অথচ তাদের স্বেচ্ছাচারিতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা। এনসিটিবি'র স্বেচ্ছাচারিতার কারণে লাখ লাখ টাকা লোকসান দিয়ে প্রকাশনা শিল্প আজ ধ্বংসের পথে।

সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, ২০০০ শিক্ষা বর্ষ অত্যাসন্ন, মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের দরপত্র প্রকাশিত হয়েছে। ২৯ জুন দরপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ। অসম্পূর্ণ দরপত্র আহবান করা হয়েছে। যাতে বই-এর সংখ্যা, কাগজের মূল্য এবং বইয়ে কোন সংশোধন ও পরিমার্জনের বিষয় উল্লেখ নেই, ইত্যাদি কারণে এ দরপত্রে অংশগ্রহণ করা সমিতির সদস্যদের পক্ষে সম্ভব নয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে গত ১৪ বছরের পরীক্ষিত নিয়ম মোতাবেক প্রকাশকদের দিয়ে সকল বই প্রকাশ ও বিতরণের প্রথা পুনঃ প্রবর্তনের দাবী করা হয়। তাছাড়া দরপত্রের নামে প্রহসন বন্ধ করা। বাফার স্টক সৃষ্টিকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও অযৌক্তিক চলতি দরপত্র বাতিল করার জন্য সাংবাদিক সম্মেলনে দাবী করা হয়।